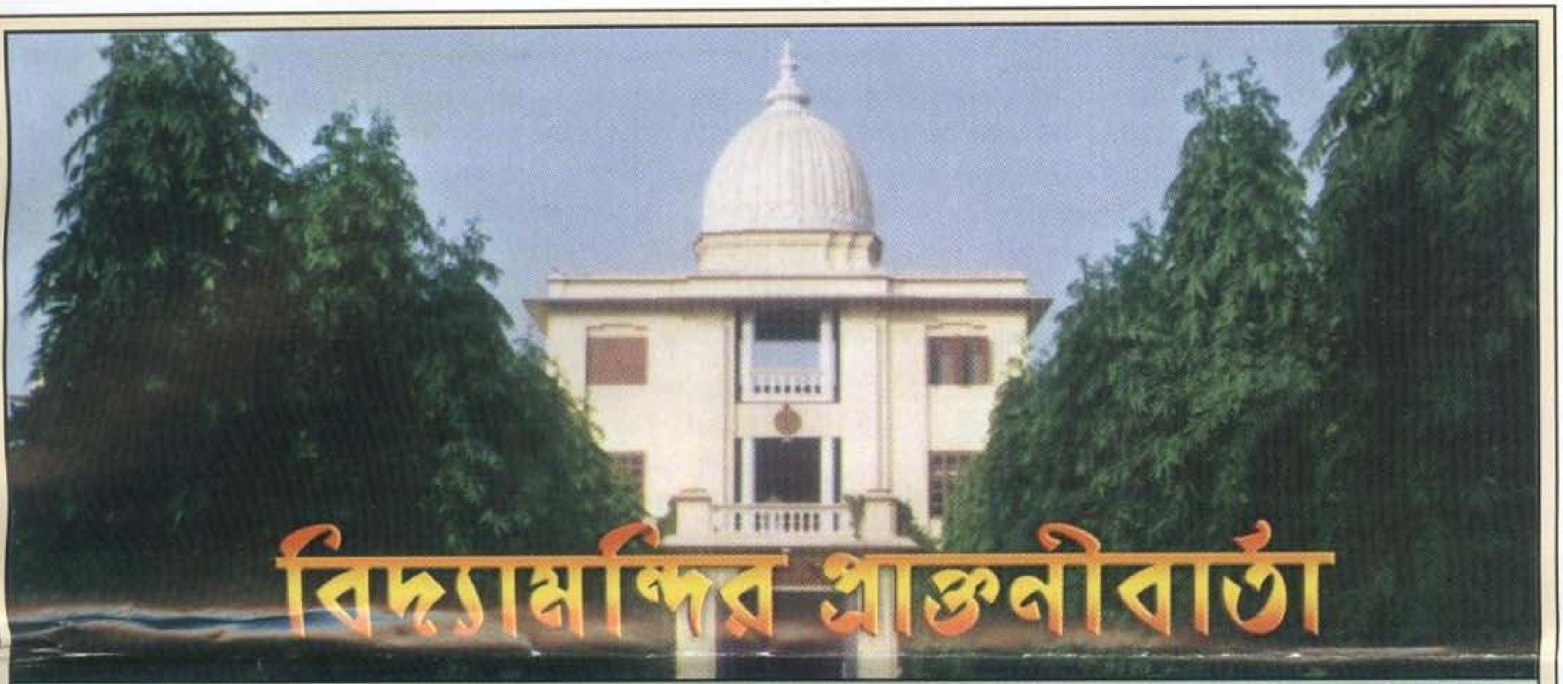

বিদ্যামন্দির প্রাক্তনীবার্তা

সপ্তদশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | এপ্রিল ২০০৬

সম্পাদকীয়

গত ১লা মার্চ, ২০০৬-এ বেলুড় মঠে, মঠের শাখাকেন্দ্রগুলিতে এবং দেশ-বিদেশের নানা জায়গায় যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৭১তম জন্মতিথি উৎসব পালিত হল যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে। দেশে এবং বিদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বর্ধমান। কাশীপুর বাগানবাড়ীতে অবস্থানকালে রাখাল মহারাজকে (পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) নিজের পটখানি দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলেছিলেন — "এরপর ঘরে ঘরে এর পূজা হবে।" এখন হচ্ছেও প্রায় তাই। আর প্রতি সকালে বা সন্ধ্যায় ক্যাসেটের মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংগীত।

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে যুগাবতার এবার আমাদের এমন কী দিয়ে গেছেন যে তাঁর নাম-তরঙ্গে অসংখ্য নরনারী আজ আনন্দে ভাসমান ? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী অনুধ্যান করলে দেখা যায় এবারে প্রধানতঃ তিনটি ভাব তিনি দিয়ে গেছেন। এগুলি হল — (১) ধর্ম সমন্বয়ের ভাব, (২) শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব এবং (৩) মাতৃভাব।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় মনোজগতে ভাব-সংঘাত দেখা দিয়েছিল নানা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে — যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি না, ঈশ্বর থাকলে তিনি সাকার না নিরাকার ইত্যাদি। দক্ষিণেশ্বরে দীর্ঘ সতেরো বছর (১৮৫৫ - '৭২) কঠোর সাধনা করে ঠাকুর ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো উপলব্ধি করলেনই, উপরন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন প্রচলিত সমস্ত ধর্মপথেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব । এটি উপলব্ধি করেই তিনি প্রচার করতে পেরেছিলেন 'যত মত, তত পথ'। প্রায় নিরক্ষর ঠাকুর গীতার কঠিন তত্ত্ব —'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' — স্বীয় উপলব্ধির সাহায্যে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে খুব সহজভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করলেন, যাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও আমরা যেন ধর্মীয় সংঘাতে প্রবৃত্ত না হই এবং সকল ধর্ম-ই সত্য জেনে ধর্মীয় সহাবস্থানে অভ্যস্ত হই। বহুরূপী, রং-এর গামলা এবং একাধিক ঘাটের পুকুর-এর রূপকে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই ধর্মসমন্বয়ভাব খুব স্পষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয়ভাব — 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', স্বামীজীর ভাষায় 'worship of God in man'। সকল মানুষ, এমন কি সকল জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে তিনি জীবে দয়ার পরিবর্তে 'শিব-জ্ঞানে জীব সেবা'র কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বুঝতে পেরেছিলেন জনবিস্ফোরণ ও যন্ত্রসভ্যতার যুগে মানুষের পক্ষে অরণ্যবাসী হওয়া সম্ভব হবে না; মানুষের মধ্যে যে বর্ণবৈষম্য আছে, ধর্মবৈষম্য আছে, ধন ও বিদ্যাবৈষম্য আছে তা দূর করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে শিবজ্ঞানে সেবা করে তাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সেবাদর্শকে বাস্তবায়িত করবার জন্য তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ মিশন — যে মিশন বর্তমানে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ধর্মপ্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্র-নারায়ণ, রোগী-নারায়ণ, ভক্ত-নারায়ণের পুজো করে 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা'র মহান কাজে ব্রতী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তৃতীয়ভাব — মাতৃভাব ও নারী জাগরণ। সমাজে যেমন ধনী-নির্ধনের, পণ্ডিত-মূর্খের বৈষম্য দেখা যায়, তেমনই দেখা যায় নারী-পুরুষের বৈষম্য। পুরুষশাসিত পারিবারিক জীবনে নারীর কাজ ছিল সন্তান ধারণ ও পালন এবং গৃহকর্ম করা ; সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। নারীর মর্যাদা ও অধিকার লাভের প্রশ্ন আজকের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নেরও সমাধান পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে — যদিও সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে কোন তীব্র মতবাদ তিনি ঘোষণা করেন নি; সেটি করেছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনই তাঁর বাণী। নারী জাগরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথমতঃ সেই পুরুষশাসিত সমাজেও, আজ থেকে প্রায় ১৪৫ বছর আগে তপস্বিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুপদে বরণ করে তিনি নারীকে এক অপূর্ব সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করলেন ; নারীকে গুরুপদে বরণ করে নীরবে তিনি নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত করলেন।

দ্বিতীয়তঃ নারী যে দৈহিক ও মানসিক ক্ষুধা মেটাবার উপায় নয়, সে যে মহাশক্তির উৎস, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিত্যপূজিতা জগজ্জননী ও সারদা-মা যে অভিন্না — জগৎকে সেটা দেখাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর সহধর্মিণী সারদাদেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করেছেন জগদম্বা-জ্ঞানে এবং তাঁর দীর্ঘ সতেরো বছরের সাধনার ফল ও জপের মালা সারদাদেবীর চরণে সমর্পণ করে তাঁকে প্রণাম করেছেন। ধর্মীয় জগতের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

তৃতীয়তঃ তাঁর প্রারব্ধ কাজ তাঁর অবর্তমানে যাতে থেমে না যায় তার জন্য তিনি জগজ্জননীরূপী সহধর্মিণীকে বললেন নিজের শরীর দেখিয়ে, "এ আর কী করেছে, তোমাকে এর চাইতেও ঢের বেশী করতে হবে।" "দ্যাখো, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখো" — এই বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদামাকে ভাবীকালের রামকৃষ্ণ সংঘের নেতৃপদে বসিয়ে গেলেন ; পৃথিবীর ইতিহাসে এটিও একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। পরবর্তীকালের একাধিক ঘটনা — চুরির অপরাধে স্বামীজী কর্তৃক মঠ

থেকে বিতাড়িত জনৈক চাকরকে মঠে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ, সংঘের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত জনৈক সন্ন্যাসীর প্রতি কঠোর মনোভাব, কলকাতা মহানগরীতে প্লেগ-মহামারির কালে বেলুড়ে মঠ স্থাপনের জন্য সদ্যক্রীত জমি বিক্রয়ের প্রস্তাব নাকচ করা প্রভৃতি থেকে প্রমাণিত যে শ্রীশ্রীমা কী অপূর্ব দক্ষতার সংগে সংঘজননীর ভূমিকা পালন করে গেছেন। রামকৃষ্ণোত্তর যুগে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে যে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে তার ক্ষেত্রটিও তৈরী করে দিয়েছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

'প্রাক্তনীবার্তা'র সপ্তদশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। আশা করা যায় পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির মতই বর্তমান সংখ্যাটিও পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। 'প্রাক্তনীবার্তা'কে কিভাবে আরও সমৃদ্ধ করা যায় সে বিষয়ে পাঠকদের পরামর্শ পেলে সাদরে বিবেচনা করা হবে।

— **নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু**

বিদ্যামন্দির সমাচার ঃ
(সেপ্টেম্বর '০৫ — মার্চ '০৬)

NAAC এর উচ্চ মূল্যায়ন বিদ্যামন্দিরকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করার সুবাদে এবং তাগিদে বিদ্যামন্দিরের কাজকর্ম আজ বহুধাবিস্তৃত — বিচিত্রমুখী। সংক্ষেপে বিগত সাত মাসের খবরাখবর এখানে তুলে ধরা হ'ল।

আলোচনা সভা / স্মারক বক্তৃতা ঃ

বিদ্যামন্দিরে সাম্প্রতিককালে আলোচনা সভা / সেমিনারের গুরুত্ব বাড়ছে পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যামন্দিরের উত্তরণের এটি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। আলোচ্য সময়ে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হ'লঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সহায়তায় আয়োজিত এই আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অন্যান্য কলেজের প্রতিনিধিবৃন্দ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সমীর ঘোষ বলেন 'Einstein as a Man and Scientist' বিষয়ে। 'Relativity and Cosmology' বিষয়ে বলেন S. N. Bose National Centre for Basic Sciences-এর অধ্যাপক ডঃ সন্দীপ চক্রবর্তী।

গণিত বিভাগে ইউ. জি. সি. অনুমোদিত জাতীয়স্তরের সেমিনার ঃ

তিনদিনব্যাপী (৬, ৭, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬) এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'Perspectives in Mathematics'। অনেক কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপক যোগ দিয়েছিলেন এই সেমিনারে। এই সেমিনারে ভাষণ দিয়েছিলেন নিম্নলিখিত অধ্যাপকবৃন্দ ঃ

অধ্যাপক এস. সি. বাগচী (I.S.I., কলকাতা), অধ্যাপক ডি. এন. সরখেল (প্রাক্তন অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক স্বপন কুমার চক্রবর্তী (বিদ্যামন্দির), অধ্যাপক সি. এস. হরিশ (IISc, ব্যাঙ্গালোর), অধ্যাপক সুবীর ঘোষ (TIFR, মুম্বাই), অধ্যাপক অমর্ত্য দত্ত (I.S.I., কলকাতা), অধ্যাপক কার্তিকচন্দ্র পাল (বিদ্যামন্দির), অধ্যাপক সি. এস. অরবিন্দ (চেন্নাই ম্যাথামেটিক্যাল ইন্স্টিটিউট), অধ্যাপক এস. এম. শ্রীবাস্তব (I.S.I., কলকাতা), অধ্যাপক ডি. কে. গাঙ্গুলী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক সুদীপ আচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ব্রঃ ব্রহ্মচৈতন্য (বিদ্যামন্দির)।

বাংলা বিভাগ আয়োজিত ইউ. জি. সি. অনুমোদিত জাতীয়স্তরের সেমিনার ঃ

বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে আখ্যান (narrative)-এর তুলনামূলক আলোচনা বিষয়ে জাতীয়স্তরে সেমিনারের আয়োজন করল বাংলা বিভাগ, ফেব্রুয়ারীর ২৭ এবং ২৮ তারিখে। উদ্বোধনী বক্তৃতা করেন মহীশূরের CIIL -এর ডিরেক্টর ডঃ উদয় নারায়ণ সিংহ।

	বিষয়	বক্তা	পরিচয়	তারিখ
১।	Instinct, Reason and Intuition : Scientific and Vedantic Perspectives (স্বামী তেজসানন্দ স্মারক বক্তৃতা)	স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ	উপাচার্য, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট (Deemed University)	৩.৯.০৫
২।	Origin of Life	ডঃ গুরুনাথ মুখার্জী	রাসবিহারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.৯.০৫
৩।	ভারতীয় শিক্ষাচিন্তা, স্নাতক ও সমাবর্তন (অম্বিকা সরকার ও যদুনাথ মজুমদার স্মারক বক্তৃতা)	অধ্যাপিকা সুব্রতা সেন	প্রাক্তন প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ	১.১০.০৫
৪।	Pattern Recognition & Machine Intelligence	অধ্যাপক শংকর পাল	অধিকর্তা, আই.এস.আই., কলকাতা	১২.১১.০৫
৫।	Measuring factor Productivity– Alternative Approach with Indian Data	অধ্যাপক সুভাষ রায় (প্রাক্তনী)	অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব কানেকটিকাট, আমেরিকা	৫.১২.০৫
৬।	Introduction to Higher Algebra	অধ্যাপক অমিত রায়	প্রাক্তন অধ্যাপক, TIFR, মুম্বই	৭.১২.০৫
৭।	Optical, Electronic and Catalytic Aspect of Metal Nanoparticles	ডঃ সুজিত কুমার ঘোষ (প্রাক্তনী)	অধ্যাপক রায়দীঘি কলেজ, দঃ ২৪ পরগণা	১০.১২.০৫
৮।	Introduction to Number Theory	অধ্যাপক কুমারমূর্তি	টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা	১৩.১২.০৫
৯।	বাংলা গানে আধুনিকতা	অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী	প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও গবেষক	১৭.১২.০৫
১০।	Introduction to Geometric Group Theory	Dr.Lawrance Reeve	অধ্যাপক, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া	১৭.২.০৬

আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান বর্ষে সেমিনার ঃ

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারত্রয়ীর শতবর্ষ পূর্তিকে মনে রেখে ২০০৫ সালটি ঘোষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ হিসাবে। এই উপলক্ষে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ একটি অর্দ্ধদিবসব্যাপী আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল ১৪ই নভেম্বর। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, ডঃ জয়িতা সেনগুপ্ত, অধ্যাপক রামবহাল তেওয়ারি (প্রাক্তনী), অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী, অধ্যাপক কুঞ্জমোহন সিং, শ্রী এস. কৃষ্ণমূর্তি শ্রী আর. পি. পণ্ডা ও শ্রীমতী লক্ষ্মী মুখার্জী। সেমিনারে সমাপ্তি ভাষণ দেন সাহিত্য আকাডেমি, পূর্বাঞ্চলীয় সচিব ও বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী ডঃ রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্দ্ধশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ঃ

২৪.১.০৬ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে সকাল ন'টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হয়। শোনানো হয় বিশ্বকবি বিরচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গান — "শুভ কর্মপথে" । এরপর বিকাল ২-৩০ মিনিটে বিবেকানন্দ হল-এ অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ আলোচনাসভা। স্কটিশচার্চ কলেজের বাংলাসাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অলোক রায় বলেন 'উনিশ শতকে বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা' বিষয়ে। যাদবপুরের Indian Association for Cultivation of Science- এর প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অধ্যাপক কঙ্কন ভট্টাচার্য এরপর আলোচনা করেন 'Resurgence of Modern Science in India – a National Movement' বিষয়ে। দুটি আলোচনাই বিশেষ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ভারতীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন-এর উপর সেমিনার ঃ

অন্যান্য বারের মত এবারেও ভারতীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন-এর উপর সারাদিনব্যাপী একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই মার্চ, ২০০৬ তারিখে। প্রধানতঃ বিদ্যামন্দিরের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও হোস্টেল কর্মীদের নিয়েই এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে বিদ্যামন্দিরের বহু প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীও আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী স্বাগত ভাষণ দেন। এই সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ; তিনি বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনীও বটে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখার্জী, শিক্ষণ মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজী, বিদ্যামন্দিরের ব্রঃ ব্রহ্মচৈতন্য মহারাজ এবং অধ্যাপক যতিশংকর চ্যাটার্জী। বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তনী বিপ্রদাস মহারাজ (স্বামী অনিমেষানন্দজী) ও অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষের ভজন সংগীত সেমিনারটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

RKMVERI সংবাদ ঃ

উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। পুরনো Hobby House এর দোতলায় তৈরী হয়েছে অফিস। ২৩.১.০৬ তারিখে সারদামায়ের পবিত্র তিথিপুজোর দিন সকাল ন'টায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পূজ্যপাদ সংঘাধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী গহনানন্দজী আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী অফিসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঐ দিন থেকেই 'হবি হাউসে' অস্থায়ী অফিসেরও শুভ সূচনা হয়।

শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ঃ

প্রতি একবছর অন্তর বিদ্যামন্দিরে শিক্ষা প্রদর্শনীর আয়োজন চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। গত ২৪থেকে ২৭ ডিসেম্বর ২০০৫-এ আয়োজিত হ'ল এবারের প্রদর্শনী। তিনদিনের পরিবর্তে এবারে প্রদর্শনী হ'ল চারদিন। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্ররা চিরাচরিত উৎসাহে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে ২৪ ডিসেম্বর বিবেকানন্দ সভাগৃহে আয়োজিত এক সভায় উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হয়ে এলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীগোপালকৃষ্ণ গান্ধী। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। সভাগৃহে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের পর মাননীয় রাজ্যপাল প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং কয়েকটি বিভাগের প্রদর্শগুলি কৌতূহলের সঙ্গে দেখেন। চারদিনের এই প্রদর্শনী সর্বস্তরে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

শিক্ষামূলক প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর রাজ্যপাল শ্রীগোপালকৃষ্ণ গান্ধী

বিদ্যামন্দিরে নোবেলজয়ী দু'জন বিজ্ঞানী ঃ

বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের দুর্লভ সৌভাগ্য হল দু'জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর সঙ্গে পরিচিত হবার। ৪.২.০৬ তারিখ বিকেলে বিদ্যামন্দিরে এলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক David J. Gross। ২০০৪-এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পেয়েছিলেন তিনি। পরদিন অর্থাৎ ৫.২.০৬ তারিখ দুপুরে এলেন আর একজন নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী, অধ্যাপক Klaus Von Klitzing। পশ্চিম জার্মানীর Stuttgart -এ অবস্থিত Max-Planc Institute for Solid State Research -এর এই শ্রুতকীর্তি বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যায় নোবেল জয় করেন ১৯৮৫-তে। এই দুই বিজ্ঞানীর আগমন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী Prof. Klitzing-এর সঙ্গে ছাত্রবৃন্দ

পরীক্ষার ফলাফল ঃ

আলোচ্য সময়ে ৪.১০.০৫ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ./বি.এসসি. পার্ট ওয়ান অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষার ফল যথারীতি সন্তোষজনক। সংক্ষিপ্ত ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল ঃ

	বিষয়	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	৬০% ও তার বেশী	৫০% ও তার বেশী ৬০% ও তার কম	৪০% ও তার বেশী ৫০% ও তার কম	ফেল / ড্রপ
১।	পদার্থবিদ্যা	২১	১৫	৫	—	১
২।	রসায়ন	২২	১৮	৪	—	—
৩।	গণিত	১১	১১	—	—	—
৪।	অর্থনীতি	১০	৫	৪	১	—
৫।	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৯	৩	৫	১	—
৬।	দর্শন	৬	৩	৩	—	—
৭।	ইংরাজী	৮	—	৭	১	—
৮।	বাংলা	৭	—	৩	৪	—
৯।	সংস্কৃত	১০	১০	—	—	—
১০।	ইতিহাস	৭	—	৩	৪	—
	মোট	১১১	৬৫	৩৪	১১	১

গণিত এবং সংস্কৃত বিভাগের সকল ছাত্রের প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার ঘটনা এই দুই বিভাগে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের যৌক্তিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই দুই বিভাগে চালু হবে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম।

বিদায় সম্বর্ধনা ঃ

আলোচ্য সময়ের মধ্যে বিদ্যামন্দির পরিবারের তিনজন সদস্য অবসর নিলেন। রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরি সহায়ক শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর বাগ সুদীর্ঘ ৩৯ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্বপালন করে অবসর নিলেন। একটানা ৪৬ বছর বিদ্যামন্দিরকে সেবা করার পর অবসর নিলেন ছাত্রাবাস কর্মী শ্রীদীনবন্ধু বারিক, প্রাক্তনীদের প্রিয় 'দীনবন্ধু দা'। ৩.১২.০৫ তারিখে এই দুজনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানো হ'ল বিবেকানন্দ সভাগৃহে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। পদার্থবিদ্যা বিভাগের ল্যাবরেটরি সহায়ক শ্রীপ্রদীপ জানা একটানা ২৪ বছর কাজ করার পর অবসর নিলেন। ৩১.১.০৬ তারিখে বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হ'ল।

শিক্ষামূলক প্রদর্শনী উপলক্ষে বিদ্যামন্দিরে সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ

এঁদের মধ্যে 'দীনবন্ধু দা' অবশ্য বিদ্যামন্দিরে রয়ে গেলেন আরো কিছুদিনের জন্য, অস্থায়ীভাবে।

পালাবদল ঃ

অবসর নিলেন বিদ্যামন্দির তথা সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দজী মহারাজ, তাঁর জায়গায় এলেন স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজ। নতুন সম্পাদক মহারাজ এর অব্যবহিত পূর্বে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোলের সম্পাদক। বিদায়ী সম্পাদক মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং নতুন সম্পাদক মহারাজকে স্বাগত জানাতে বিগত ৮.৯.০৫ তারিখে

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা ঃ ২০০৬

শ্রী জহর সরকারের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছে বিপ্লব কোটাল

বিবেকানন্দ হলে আয়োজিত হ'ল একটি বিশেষ সভা — বিদ্যামন্দির পরিবারের সকলকে নিয়ে।

ক্রীড়া সংবাদ ঃ

২৮.১.০৬ তারিখে আয়োজিত হ'ল বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রাণ্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া এসেছিলেন প্রধান অতিথি হয়ে। পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন অতীত দিনের দিকপাল ফুটবলার সুকুমার সমাজপতি।

অন্যান্য বছরের মত এ বছরেও জেলান্তর ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্স্ প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল বিদ্যামন্দির। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার ১১টি কলেজের অ্যাথলেটদের নিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হ'ল

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি দিব্যেন্দু বড়ুয়াকে উষ্ণ অভ্যর্থনা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছাত্রাবাস কর্মীদের অংশ গ্রহণ

জেলান্তর অ্যাথলেটিক্স্ প্রতিযোগিতা — বিদ্যামন্দিরের মাঠে। এই উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক গৌতম ভট্টাচার্য। বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা মোট চারটি দ্বিতীয় স্থান ও তিনটি তৃতীয় স্থান পাওয়ায় জেলান্তরে কলেজ হিসাবে বিদ্যামন্দির দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ২০ ফেব্রুয়ারী শুরু হয় আন্তঃকলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠিত হ'ল মোট নয়টি ম্যাচ। ২৫.২.০৬ তারিখে বিপুল উৎসাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হ'ল ছাত্রদের সঙ্গে স্টাফদের প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা ঃ

রুটিনমত আয়োজিত হয়েছে বিদ্যামন্দিরের সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বাইরে অনুষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের সাফল্যের সংবাদ দেওয়া হ'ল।

- প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র সব্যসাচী দাশগুপ্ত এবং প্রসুন দাস ২.৯.০৫ -এ Bose Institute-এ 'আর্সেনিক দূষণ' বিষয়ক একটি পোষ্টার-এর জন্যে প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় কলকাতার নামী অনেক কলেজ অংশগ্রহণ করে।
- রাজা প্যারীমোহন কলেজে দেবনারায়ণ ব্যানার্জী স্মারক ট্রাস্ট আয়োজিত Mathematical Talent Search এ বিদ্যামন্দিরের দ্বাদশবর্ষ বিজ্ঞানের ২৩ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ১২ জনই পুরস্কৃত (প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান সহ) হয়।
- গোলপার্কস্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগে প্রথম ও তৃতীয় স্থান দখল করেছে বিদ্যামন্দিরের দ্বিতীয় বর্ষের দুই ছাত্র — যথাক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ রাও এবং সন্তু সিন্‌হা।
- এ ছাড়াও বালি গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশান, বালি পাবলিক লাইব্রেরী এবং বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরীতে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা থেকে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রেরা অনেক পুরস্কার নিয়ে এসেছে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ

আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ উদ্‌যাপনের সূত্রে বিদ্যামন্দিরের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সকল ছাত্র গিয়েছিল কলকাতার Birla Educational and Technological Museum দেখতে ৬.১০.০৫ তারিখে। অর্থনীতি বিভাগের ছাত্ররা ১১.১২.০৫ তারিখে গিয়েছিল ইস্পাতনগরী জামসেদপুরে। সেখানে তারা Tata Motors এবং Tata Steel কারখানা দুটি ঘুরে দেখে। এছাড়া নবাগত ছাত্রেরা ঘুরে এসেছে কামারপুকুর-জয়রামবাটি।

অন্যান্য খবর ঃ

- ৮.৯.০৫ ও ৯.৯.০৫ এ Universal Book Concern বিদ্যামন্দিরে বই বিক্রী ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।
- ১২.১১.০৫ এ আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির।
- ৭.১২.০৫-এ সেনাবাহিনীর পতাকাদিবসে অর্থ সংগ্রহ অভিযানে যায় ছাত্রেরা।
- ১১.১২.০৫-এ চালু হয়েছে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের জন্য সেলুন।
- নভেম্বরের শেষ থেকেই লাইব্রেরিতে ছাত্রদের জন্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
- ১২.১.০৬ জাতীয় যুবদিবসের অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে আকর্ষণীয় শ্রুতিনাটক পরিবেশন করল বিদ্যামন্দিরের ছাত্রেরা।
- দর্শন বিভাগের অধ্যাপক অরূপ কুমার ধবল (বিদ্যামন্দিরের NCC-র দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার) সম্প্রতি Kamptee থেকে সাফল্যের সংগে NCC-র PRCN Course-এ ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছেন।
- বিদ্যামন্দিরের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয় ১১.৩.০৬ তারিখে। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রী জহর সরকার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন CRSI, Indian Association for Cultivation of Science-এর সভাপতি ডঃ অনিমেষ চক্রবর্তী।

আনন্দ সংবাদ

আলোচ্য সময়ে অর্থনীতি বিভাগের দুজন অধ্যাপক পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করে নিজেরা যেমন সমৃদ্ধ হয়েছেন তেমনই সমৃদ্ধ করেছেন নিজেদের বিভাগকে। এঁরা হলেন ব্রঃ মহেন্দ্রচৈতন্য (দেবাঞ্জন) মহারাজ এবং অধ্যাপক দেবকুমার চক্রবর্তী। এঁদের হার্দিক অভিনন্দন।

নয়া অর্থনৈতিক বাতাবরণে শিক্ষাক্ষেত্রেও এসেছে পরিবর্তনের হাওয়া। আজ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে হবে। বিদ্যামন্দির তাই দ্রুত যুগোপযোগী হয়ে উঠছে — হয়ে উঠছে আধুনিক । অবশ্য, এ সমস্তই হচ্ছে শ্রীশ্রীঠাকুর-মা ও স্বামীজীর আদর্শকে শিরোধার্য করে।

—অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ

প্রাক্তনী সংসদ সমাচার

(সেপ্টেম্বর ২০০৫ — মার্চ ২০০৬)

স্বামীজী মহীশূরের রাজাকে লিখেছিলেন ঃ " This life is short. The vanities of the world are transient. But they alone live who live for others, the rest are more dead than alive." ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিরাটের সেবায় আমরা যে যতটুকু আত্মনিয়োগ করতে পারি, ততটুকুই এই অনিত্য জীবনের সার্থকতা। এ কথা মনে রেখেই সংসদ অব্যাহত রেখেছে তার বিভিন্ন কর্মধারা। তারই দু'চার কথা এবার ঃ

'Members' Directory'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ৩.৯.০৫

সংসদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজীকে বিদায় সম্বর্ধনা ৩.৯.০৫

'Eminent Teacher' ডঃ গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর সম্বর্ধনা ৩.৯.০৫

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঃ ২০০৬ বিজয়ী দল

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঃ ২০০৬ রানার্স আপ দল

জলশোধন প্রকল্প ঃ

বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ছাত্রাবাসগুলিতে জলশোধন যন্ত্র বসানোর একটি কর্মসূচী নেওয়া হয় ২০০৪ -এ। সুখের কথা, এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত মোট আটটি ইউরেকা ফোর্বসের 'অ্যাকোয়া গার্ড' যন্ত্র বিদ্যামন্দিরের ছাত্রাবাসগুলিতে ও খাবার ঘরে বসানো সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য, ছাত্রভাইরা এতে যথার্থই উপকৃত হচ্ছে।

বিদ্যামন্দিরের হস্টেলে জলশোধন প্রকল্প

এই প্রকল্প বাবদ সংসদের কোনো আলাদা তহবিল ছিল না। প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে যাতে আমাদের নিয়মিত কাজকর্ম ব্যাহত না হয়, সেজন্য সদস্যদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। এঁদের সাহায্য ছাড়া এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হত না। দাতাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। প্রকল্পটির একটি রূপরেখা এখানে দেওয়া হ'ল ঃ

বর্ষ	ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত অর্থ		সংগৃহীত অনুদান ঃ দাতার নাম ও প্রদত্ত অর্থ	
২০০৪-৫ অর্থ বর্ষ	১। ৫/৭/০৪ঃ৩টি যন্ত্রের জন্য	২৫,০০০	১। শ্রীতুহিন কুমার গাঙ্গুলী	৫,০০১
	২। ১/৯/০৪ঃ২টি যন্ত্রের জন্য	১৭,০০০	২। শ্রীমলয় কুমার চ্যাটার্জী	১,০০১
			৩। শ্রীরঞ্জিত দে	১,০০১
			৪। শ্রীসুধাংশু রঞ্জন দাশগুপ্ত	১,০০১
২০০৫-৬ অর্থ বর্ষ	৩। ২১/১১/০৫ঃ২টি যন্ত্রের জন্য	১৭,৫৮০	৫। শ্রীসুব্রত গাঙ্গুলী	১৬,০০০
	৪। ৭/১/০৬ঃ১টি যন্ত্রের জন্য	৮,৯৭০	৬। শ্রীশুভজিৎ দত্ত	১,০০০
			৭। শ্রীতুহিন কুমার গাঙ্গুলী	৮,০০০
			৮। শ্রীশ্যামল কান্তি ব্যানার্জী	৮,০০০
			৯। শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ	১০,০০০
		মোট - ৬৮,৫৫০		মোট - ৫১,০০৪

এই প্রকল্পে বর্তমানে ঘাটতির পরিমাণ ১৭,৫৪৬ টাকা। আশা করি পূর্ববর্তী দাতাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও অনেকে এই প্রকল্পে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেএগিয়ে আসবেন।

বিবেকানন্দ সম্মেলন ঃ

২০০৫-৬ বর্ষের বিবেকানন্দ সম্মেলন ও জাতীয় যুবদিবস এবার অনুষ্ঠিত হল মালদা জেলায়। এই সম্মেলনের বিস্তারিত সংবাদ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর প্রতিবেদনে জানা যাবে। আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদানের জন্য সংসদের পক্ষ থেকে এবার ১২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র কর্মসূচীটির সফল রূপায়ণে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের সবাইকে সংসদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক কুইজ প্রতিযোগিতা ঃ ২০০৬

স্বামী তেজসানন্দ স্মারক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ঃ

কলকাতা ও নিকটবর্তী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্বামীজীর বাণী পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে সংসদ এবছর থেকে 'স্বামী তেজসানন্দ স্মারক ক্যুইজ প্রতিযোগিতা'র আয়োজন শুরু করেছে। সহযোগিতায় আছেন বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ। এবারের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬, বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪পরগণা ও দক্ষিণ ২৪পরগণা থেকে ১০টি কলেজ ও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৪২ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এবারের প্রতিযোগতার মূল বিষয় ছিল ঃ 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভারতের প্রতি তাঁর বাণী'। প্রাথমিক পর্বে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন-এর মাধ্যমে প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে প্রথম পাঁচটি দলকে চূড়ান্ত পর্বের জন্য বেছে নেওয়া হয়। চূড়ান্ত পর্বে পাঁচটি রাউণ্ডে অংশ নেয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাকাল্টি)-র ছাত্রছাত্রীরা।

আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (ইঞ্জিনীয়ারিং ফ্যাকাল্টি)-র দল এবং রানার্স আপ হয় রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীরা।

সংসদের সদস্য অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত প্রদত্ত ২০,০০০ টাকার অনুদানের সুদ থেকে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 'দেবেন্দ্রনাথ-শিবরাণী দত্ত' পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী দলের তিনজন সদস্য একটি করে স্বামীজীর ছবি এবং স্বামীজীর 'Complete Works' এর সেট পায়। রানার্স আপ দলের সদস্যরা পায় একটি করে স্বামীজীর ছবি ও 'Letters of Swami Vivekananda'। সকল অংশগ্রহণকারীকেই শংসাপত্র ও শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর কিছু বই উপহার দেওয়া হয়। অত্যন্ত আনন্দের কথা, অধ্যাপক দত্তের পিতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন অধ্যাপক নচিকেতা চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অধ্যাপক স্বপন কুমার চক্রবর্তী, অধ্যাপক তপন কুমার ঘোষ, অধ্যাপক যতিশংকর চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বেদবিদ্যানন্দজী মহারাজ।

আশাকরি আগামী বছরগুলিতে আরও বড় করে এই অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করতে পারব।

অন্যান্য খবর ঃ

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাই, বিদ্যামন্দিরের সদ্য-প্রাক্তন ছাত্রদের উচ্চশিক্ষালাভে সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রাক্তনী ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলি তাঁর ব্যক্তিগত দানে তৈরী 'হেমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি' তহবিলটিকে সম্প্রতি আরও ১২,৫০০ টাকা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন।

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে সংসদ প্রদত্ত 'স্বামী তেজসানন্দ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেছে সামগ্রিক বিচারে দুই সেরা ছাত্র — বিপ্লব কোটাল (৩য় বর্ষ) এবং কামাক্ষ্যা সিন্‌হা (উঃ মাঃ)।

প্রাক্তনী সংসদের এই সব নতুন পুরনো নানা উদ্যোগে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

—সন্দীপন সেন

সম্পাদক, প্রাক্তনী সংসদ

শোক সংবাদ

অধ্যাপক মোহন লাল সিংহ রায়

২০০৫-এর ৫ই অক্টোবর ক্লাসের শেষে প্রাক-সন্ধ্যায় সহকর্মীদের সংগে গলা মিলিয়ে গেয়েছিলেন অধ্যাপক মোহনলাল সিংহ রায় — "গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা, আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা, আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে, জনমের মত হায় হয়ে গেল হারা !" ...তখন কে জানত কথাগুলো এত নির্মম ভাবে সত্য হয়ে উঠবে !

বিদ্যামন্দিরের ১৯৬২-'৬৫ বর্ষের প্রাক্তনী, বিদ্যামন্দিরেরই গণিত বিভাগের প্রধান ও শিক্ষক সংসদের সম্পাদক অধ্যাপক মোহনলাল সিংহ রায় আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিরকালের জন্য চলে গেলেন গত ৬.১০.০৫-এ ভোররাত্রে। ১৯৭২ সালে বিদ্যামন্দিরের গণিত বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগদান করেন মোহনলালবাবু ; ২০০২ সালে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পূর্বসূরীদের মতই তাঁর নেতৃত্বেও বিদ্যামন্দিরের গণিত বিভাগ সাফল্যের নতুন নতুন সোপান অতিক্রম করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করে। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক। প্রাক্তনী সংসদের সংগেও ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। গত পুনর্মিলন উৎসবেও সারাদিন হাসিমুখে প্রাক্তনীদের আপ্যায়নের দায়িত্ব সামলেছেন।

মোহনবাবুর আকস্মিক প্রয়াণের সংবাদে বিদ্যামন্দির রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়ে। সকাল থেকে শুরু হয় গুণমুগ্ধ শোকস্তব্ধ ছাত্রদের মিছিল অন্তিম দর্শনের জন্য ; পরে তাঁর নশ্বর দেহ বিদ্যামন্দিরে আনা হয়। শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিদ্যামন্দির। বাতিল করে দেওয়া হয় ৭.১০.০৫-এ অনুষ্ঠিতব্য শারদোৎসবের আনন্দ অনুষ্ঠান ও শিক্ষক-সংসদের বিজ্ঞাপিত সভা, পরিবর্তে বিবেকানন্দ সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় শোকসভা।

নির্ভীক, দিলদরিয়া ও ঋজু ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই দরদী শিক্ষক ও সহযাত্রীকে প্রাক্তনী সংসদের পক্ষ থেকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, আর তাঁর শোকস্তব্ধ আত্মীয়-পরিজনকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

অধ্যাপক সিংহরায়ের শূন্যস্থান পূরণ করা কঠিন, তবুও তাঁর অবর্তমানে গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পড়েছে তাঁরই সহপাঠী অধ্যাপক স্বপন কুমার চক্রবর্তীর হাতে। শিক্ষক-সংসদের সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর আর এক সতীর্থ, অধ্যাপক দীপক ঘোষ।

প্রাক্তনীদের সারস্বত প্রয়াস

প্রাক্তনী **ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী** (১৯৫৩-'৫৫) শুধু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকই নন, লেখক হিসাবেও তিনি খ্যাতি সম্পন্ন। ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর একটি সুবৃহৎ জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন;গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের হলিউড শাখার প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী সর্বদেবানন্দজী মহারাজ। স্বামী শঙ্করানন্দজীর সংগে বিদ্যামন্দির সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে স্বামী তেজসানন্দজীর দিনলিপি পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

ডাঃ চক্রবর্তীর আর একখানি বই 'বাত' এবারে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে ; এটিও ক্রেতা ও পাঠকমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। লেখকের পরবর্তী প্রকাশিতব্য বই — (১) ডায়াবেটিস, (২) রক্তচাপ, (৩) দাম্পত্য সম্পর্ক।

* * * * * * * * * * * * * *

আর একজন প্রবীণ প্রাক্তনী (১৯৪৭-'৪৯) **ডাঃ সত্যব্রত পাল** (ভিক্ষু শরণাগত) নিষ্ঠাভরে লিখে চলেছেন বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ। এগুলি হল (১) জীবন সন্ধ্যার মনোবীণা (২০০৩), (২) অন্তরাগ (২০০৪), (৩) প্রতিবিম্ব (২০০৫)। কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ডাঃ পাল লিখেছেন The Ideal Indian Womanhood (২০০৩)। ডাঃ পালের লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠক সমাজে সমাদৃত হোক — এই আশা করি।

ডাঃ চক্রবর্তী এবং ডাঃ পালকে জানাই আমাদের হার্দিক অভিনন্দন।

বিবেকানন্দ সম্মেলন (২০০৫-২০০৬)

মালদা জেলা

মূল্যবোধের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রচুর আলোচনাচক্র আজ জাতীয় স্তরে আয়োজিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রমানসে সত্যকারের মূল্যবোধের বিকাশ কতটা ঘটছে, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আসলে মূল্যবোধ আলোচনার উপর আমাদের যতটা জোর, বাস্তবে মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু কার্যক্রম নেওয়ায় তত আগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই নেই। কথা গেঁথে গেঁথে করতালি পাওয়ার এই বাসনা অবশ্য আমাদের জাতীয় জীবনের অনেকদিনের বৈশিষ্ট্য। যাঁরা উচ্চশিক্ষার উচ্চতর স্তর নিয়ে প্রবল মাথা ঘামান, তাঁরাও অনেকসময় ভুলে যান, যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সমাজ অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়, স্বপ্নও হয়ত দেখায়, কিন্তু শেষাবধি কোন কল্যাণ নিয়ে আসে না, কোনও উচ্চতাতেই দেশকে নিয়ে যেতে পারে না। বিবেকানন্দকে একবার দেশের স্বাধীনতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল; স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন স্বামীজী যে, সেই মুহূর্তেই তিনি দেশের স্বাধীনতা এনে দিতে পারেন, কিন্তু তা ধরে রাখবার মত মানুষ যে দেশে নেই! বিবেকানন্দের যাবতীয় বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটাই তাই বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে যে একদল চরিত্রবান মানুষ দরকার সবার আগে। আজ আমাদের দেশে বিজ্ঞান-কারিগরী-সমাজবিদ্যা বা সাহিত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু বিবেকানন্দের স্বপ্নের এই মানুষ খুব বেশী তৈরী হয় নি। অবশ্যই এ অভাব কেবল আমাদের দেশের নয়, বিশ্বের অনেক দেশেরই, বিশেষত তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতে ত বটেই। মূল্যবোধ নিয়ে বড় বড় সেমিনার আয়োজনের চেয়ে তাই সবচেয়ে বেশী দরকার ছাত্রমানসে মূল্যবোধ প্রবেশ করানোর জন্য কোন কার্যক্রম হাতে নেওয়ার। একথা আজ যে কোন মহলেই স্বীকৃত যে, বিবেকানন্দীয় ভাবাদর্শে এমন অনেক কিছুই আছে, যা যথাযথ চর্চা করলে আমরা ব্যক্তিজীবনে ও সামূহিক জীবনে লাভবান হতে পারি।

উদ্দেশ্য যেমন মহৎ, প্রকল্পটিও তেমন বৃহৎ। তবু যত ক্ষুদ্রই হোক্ কেউ কেউ ত অন্তত সেতুবন্ধনের অপরিসীম কর্মযজ্ঞে কাঠবেড়ালীর কাজটুকুও করতে পারে। বিন্দু বিন্দু জলকণার সাগর গড়ে তোলার কথা কেবল কবিকল্পনা নয়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তাই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির প্রাক্তনী সংসদ প্রতিবছরপশ্চিমবঙ্গের এক-একটি জেলাকে বেছে নিয়ে আয়োজন করে চলেছে বিবেকানন্দ সম্মেলন। এবার এই সম্মেলন আয়োজিত হল মালদা জেলায়। মালদা জেলাকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ও সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। অঞ্চলগুলি হল ঃ মালদা সদর, কালিয়াচক, গাজোল, মানিকচক, সামসি ও বামনগোলা। এই ছয়টি অঞ্চলে সর্বমোট ১৭০টি স্কুলের ১৫০০ ছাত্রছাত্রী নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। আঞ্চলিক পর্যায়ের পর জেলাস্তরের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৩০ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে। সবশেষে চূড়ান্ত

মালদায় বিবেকানন্দ সম্মেলনে ক্ষুদে শিল্পীর আবৃত্তি পরিবেশন

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৫ জানুয়ারী ২০০৬ তারিখে ঐ একই স্থানে। এই অনুষ্ঠানে একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। যুবসম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ। সম্মেলনে পাঁচজন যুবপ্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। এছাড়া একটি প্রশ্নোত্তর পর্বেরও আয়োজন করা হয়। স্মরণীয়, এবার একটি শিক্ষক সম্মেলনও আয়োজন করা হয়েছিল ঐ একই দিনে। প্রায় দেড়শ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রতিনিধি জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে এই শিক্ষক সম্মেলনে যোগদান করেন। পাঁচজন শিক্ষক প্রতিনিধি ছাড়াও এতে বক্তব্য রাখেন স্বামী দিব্যানন্দজী, স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাস, অধ্যাপক যতিশংকর চট্টোপাধ্যায়, মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্তোষ চক্রবর্তী, মালদা শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শক্তিপদ পাত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সম্মেলন শেষে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শংসাপত্র দেওয়া হয়।

মালদায় বিবেকানন্দ সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত শিক্ষক সম্মেলন

এই সম্মেলন উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়েছে অন্যান্যবারের মত। রামকৃষ্ণ-সারদাদেবী-বিবেকানন্দ সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী ছাড়াও এতে রয়েছে মালদা জেলার লোকসংস্কৃতি-ইতিহাস-সাহিত্য-বিজ্ঞানচেতনা সংক্রান্ত কয়েকটি লেখা। এই সম্মেলন উপলক্ষে জেলাস্তরে যেসব পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তার ব্যয়ভার বহন করেছেন ভোলানাথ দাস স্মারক নিধি এবং শ্রী দীপংকর বসু মহাশয়। প্রাক্তনী শ্রী উমেশ অধিকারী এবং শ্রী সৌরভ রায়চৌধুরী যোগাড় করে দিয়েছেন বিজ্ঞাপন। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ক্ষেত্রে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক স্বামী সুমনসানন্দজীর নামও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সবার আন্তরিক সাহায্যেই এই সম্মেলন সফল হয়েছে অন্যান্যবারের মতই।

তবু 'এহ বাহ্য'। স্বামীজী চেয়েছিলেন 'আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক', যাঁরা তাঁর পরার্থপরতার বাণী, অনাড়ম্বর অন্তর্মুখ জীবনগঠনের আদর্শ, মহৎ ত্যাগের বার্তা বহন করে নিয়ে যাবে। পৃথিবী আজ তাদেরই চায় সবচেয়ে বেশী। আমাদের কাজের মধ্যে যেন কোন চালাকি না থাকে, কোন ফাঁকি না থাকে, নাম-যশ-আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা না থাকে। লিখছেন বিবেকানন্দ ঃ "বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হতে পারে। স্বার্থের প্রয়োজন নাই, নামের নয়, যশেরও নয় — তা তোমারও নয়, আমারও নয়, আমার গুরুরও পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প যাতে কাজে পরিণত হয়, তার চেষ্টা কর ;হে বীরহৃদয় মহান্ বালকগণ ! উঠে পড়ে লাগো ! নামযশ বা অন্য কোন তুচ্ছ জিনিসের জন্য পিছনে চেয়ো না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জন দাও ও কাজ কর।"

— স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

কার্যনির্বাহী উপাধ্যক্ষ, বিদ্যামন্দির ও অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক, প্রাক্তনী সংসদ

সংসদ প্রকাশিত প্রাক্তনীদের সাম্প্রতিকতম তথ্য সম্বলিত 'Members' Directory' সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ বিদ্যামন্দির (২৬৫৪ ৯১৮১), তুহিন কুমার গাঙ্গুলী (৯৩৩৯০৭৯৮৯৪), বিশ্বনাথ দাস (৯৮৩০৫২০৬৯৫), অনুপ ভক্ত (৯৪৩০৫১৭০৩৭) ও সন্দীপন সেন (৯৪৩৩৩২৩৬০২)।

প্রাক্তনীবার্তা প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা ঃ ডঃ সুব্রত গাঙ্গুলী (প্রাক্তনী) ও ডাঃ ধীমান গাঙ্গুলী (প্রাক্তনী)

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ নিত্যনিরঞ্জন কুণ্ডু (প্রধান সম্পাদক), বিশ্বনাথ দাস, তপন কুমার ঘোষ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায়

PRINTED MATTER

BOOK—POST

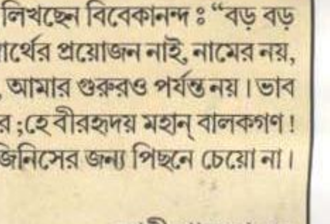

If undelivered, please return to :
Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association, P.O. Belur Math, Howrah, W.Bengal 711 202
E-mail : alumnividyamandira@gmail.com

Published by Sandipan Sen, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyamandira Alumni Association
Printed at Ashirbad Agency, Bally, Howrah. Phone : 9231672604.